ভোরের কাগজ

তারিখ ... 29 JUN 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২ ...

আগামী বছর থেকে বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে

সানাউল্লাহ : বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষা পদ্ধতি পাল্টে যাচ্ছে। আগামী বছর ১৯৯৯ সালে ২১তম বিসিএস পরীক্ষায় যারা অবতীর্ণ হবেন, তাদের নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার্থীদের মেধা সঠিক ও সমানভাবে যাচাই করার জন্য বিশ্বব্যাংকের একটি পরামর্শক দল পরীক্ষা পদ্ধতি ও সিলেবাস পরিবর্তনের সুপারিশ করে। নতুন পদ্ধতিতে সকল পরীক্ষার্থীর জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং সকল ঐচ্ছিক বিষয় বাদ দেওয়া হচ্ছে। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) এই সুপারিশ গ্রহণ করেছে। চলতি মাসে সরকারের সচিব কমিটিও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের প্রস্তাব সমর্থন করেছে।

বিসিএস ক্যাডার পদের জন্য বিদ্যমান প্রতিযোগিতাভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক, সমালোচনা রয়েছে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীর মেধা প্রকৃতভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না বলেও অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে ঐচ্ছিক বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে নানা চরিত্র ও ধাঁচের ৬৪টি বিষয় রয়েছে। যেগুলোর মান যাচাই সমানভাবে সম্ভব হয় না। এমন বিষয় আছে যা নিয়ে ৭০ বা ৮০ শতাংশ নম্বর তোলা সহজ হলেও অনেক বিষয়ে ৬০ শতাংশ নম্বর তোলাই ভীষণ কঠিন। কিন্তু সকল বিষয়কে সমান ধরেই এতোদিন মান যাচাই হয়ে আসছে।

বর্তমান বিসিএস পরীক্ষার পাঠ্যসূচিতে ৫০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে সাধারণ বাংলা, সাধারণ ইংরেজি, বাংলাদেশ বিষয়াবলী ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী এবং দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও প্রাথমিক গণিত সম্বলিত সাধারণ জ্ঞান বিষয়সমূহ রয়েছে। অন্যদিকে ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য পাঠসূচিতে ৬৪টি বিভিন্ন বিষয়ের তালিকা রয়েছে। চারটি গ্রুপের এসব বিষয় থেকে পরীক্ষার্থীদের ৩০০ নম্বরের জন্য তিনটি বিষয় গ্রহণ করতে হয়। তবে কোনো গ্রুপ থেকে দুটির বেশি বিষয় গ্রহণ করার সুযোগ নেই। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়।

অন্যদিকে টেকনিক্যাল ও প্রফেশনাল ক্যাডারের প্রার্থীদের কেবলমাত্র আবশ্যিক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ৩০০ নম্বর সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের অনুপাতে হিসাব করা হয়। তাদেরও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ২০০ নম্বরের জন্য মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। এ ছাড়া বর্তমান পদ্ধতিতে সকল ক্যাডারের প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায়ও বসতে হয়।

পরীক্ষা পদ্ধতি সহজতর করা, মেধার প্রকৃতি যাচাই এবং অর্থ ও সময় ব্যয় হ্রাসের জন্য পিএসসি নিয়োজিত বিশ্বব্যাংক পরামর্শক দল সরকারি চাকরিতে সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেয়। তারা পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্যও পিএসসিকে পরামর্শ দেয়। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ পর্যালোচনা করে বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস ও বিধিমালার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংযোজন ও সংশোধনের জন্য পিএসসির চারজন সদস্য ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গত বছরের অক্টোবরে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়।

● এরপর – পৃষ্ঠা ২

বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারে পিএসসি বিসিএস পরীক্ষার্থীদের ঐচ্ছিক বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। বিসিএস সাধারণ ক্যাডারসমূহের প্রার্থীদের কমিটি ৮০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা ও ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার সুপারিশ করে। ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ এবং রচনামূলক। বাকি ৫০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে নৈর্ব্যক্তিক। বিষয় থাকবে : বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ বিষয়াবলী, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী, গাণিতিক যুক্তি, মানসিক দক্ষতা, সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সাধারণ সামাজিক বিজ্ঞান। ইকনমিক ক্যাডারও এক্ষেত্রে সাধারণ ক্যাডারের গণ্য হবে।

অন্যদিকে টেকনিক্যাল ও প্রফেশনাল ক্যাডারের প্রার্থীদের বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী, গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা বিষয়ে ৬০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। এতে ৩০০ নম্বর থাকবে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য, বাকি ৩০০ নম্বর বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক এবং রচনামূলক প্রশ্নের জন্য। এসব ক্যাডার প্রার্থীদের ২০০ নম্বর থাকবে পূর্ববর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের জন্য। ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষাও হবে।

উভয় ক্ষেত্রেই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার বিষয়টি বিলোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। কারণ সকল প্রার্থীকেই ১০০ নম্বরের মানসিক দক্ষতা বিষয়ে পরীক্ষায় বসতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় কোনো বিষয়ে শতকরা ৩০ নম্বর হবে পাসের ধাপ এবং গড় পাস নম্বর হবে শতকরা ৫০। নৈর্ব্যক্তিক ধরনের পরীক্ষায় বর্তমানের চেয়ে বেশি নম্বর উঠবে বলেই বর্তমানের তুলনায় তা বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

চলতি মাসে সচিব কমিটি পিএসসির এই প্রস্তাব সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা যায়, বিষয়টি পিএসসিতে ফেরত আসার পর আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিঙের জন্য যাবে। তারপর প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিলে তা কার্যকর হবে।

পিএসসি ইতিমধ্যে ১৯ এবং ২০তম বিসিএস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। চলতি বছরের পরীক্ষা দুটি বর্তমান নিয়মে সম্পন্ন হবে। আগামী বছর ২১তম বিসিএস পরীক্ষা থেকে নতুন পদ্ধতি বাস্তবায়নের চিন্তা করা হচ্ছে বলে জানা যায়। সরকারি অনুমোদন চূড়ান্ত হওয়ার পরই বিষয়টি নিশ্চিত হবে।